চতুর্থ অধ্যায়: কায়িন ও আবেল

▶ যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ক. শিক্ষক ক্লাসে বললেন, ভাইকে খুন করার অপরাধে ঈশ্বর এক অপরাধীকে অভিশাপ দিলেন এই বলে যে, সে যে জমিই চাষ করবে সেই জমি আর ফসল দেবে না। শিক্ষক এখানে কার কথা বলেছেন? তার ভাইয়ের নাম কী ছিল? সে তার ভাইকে কীভাবে হত্যা করেছে তা ৩টি বাক্যে লেখ। ১+১+৩=৫

উত্তর: শিক্ষক এখানে আদম ও হবার পুত্র কায়িনের কথা বলেছেন। কায়িনের ভাইয়ের নাম ছিল আবেল।

ভাইকে হত্যার ঘটনা–

একদিন কায়িন তার ভাই আবেলকে বলল, চল মাঠে একটু বেড়িয়ে আসি। আবেল তার ভাইয়ের সাথে মাঠে গেল। সেখানে কায়িন তার ভাই আবেলকে আক্রমণ করে তাকে মেরে ফেলল।

প্রশ্ন-খ. বিনয়ী ও ভদ্র আচরণ দ্বারা তুমি কী অর্জন করবে এবং কীভাবে হিংসা থেকে বিরত থাকা যায় সে সম্পর্কে ৩টি বাক্য লেখ। ৫

উত্তর: বিনয়ী ও ভদ্র হলে সবাই আমাকে ভালোবাসবে ও সকলের স্নেহলাভ করব। ঈশ্বরের কৃপা ও ভালোবাসা অর্জন করব।

১. হিংসার কথা চিন্তা না করে বরং হিংসার বিপরীতটা অর্থাৎ ভালোবাসার কথা চিন্তা করা ও সর্বদা অন্যদের ভালোবাসা।
২. যীশুর মতো করে অন্যদের ক্ষমা করা।
৩. অন্যের জন্য সব সময় মঙ্গল করার চেষ্টা করা।

মানুষের মন পরিবর্তনে প্রবক্তার ভূমিকা–

মানুষ প্রবক্তাদের নিকট থেকে ঈশ্বরের কৃপার কথা শুনে তাঁর অনুসারী হয়। অন্যদিকে প্রবক্তারা ঘোষণা করে মুক্তিদাতার আগমন বার্তা। এভাবে তাঁরা নিরাশ অন্তরে এনে দেন ঈশ্বরের পরিত্রাণের আনন্দ এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেন নতুন আশার আলো।

প্রশ্ন-গ. তুমি কী কী উপায়ে প্রবক্তার ভূমিকা পালন করতে পার তা পাঁচটি বাক্যে লেখ। ৫

উত্তর: আমরা কীভাবে প্রবক্তার ভূমিকা পালন করতে পারি তার পাঁচটি উপায় নিচে দেওয়া হলো:

১. সেখানেই সুযোগ যায় সেখানে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী সকলের কাছে খ্রিষ্টের বাণী প্রচার করে।
২. সর্বদা সত্য কথা বলে ও সৎ পথে চলে।
৩. খ্রিষ্ট বিশ্বাস অনুসারে জীবনযাপন করে।
৪. অনৈতিক অবস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করে।
৫. বাস্তবতার আলোকে নিজের মতামত প্রকাশ করে।

▶ সাধারণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ঘ. পবিত্র বাইবেলে যে ১৬ জন প্রবক্তার নামে গ্রন্থ আছে তাদের মধ্য থেকে ৪ জন মুখ্য প্রবক্তা ও ৬ জন গৌণ প্রবক্তার নাম লেখ। ৫

উত্তর: চারজন মুখ্য প্রবক্তার নাম হলো: ১. ইসাইয়া (যিশাইয়) ২. জেরেমিয়া (যিরেমিয়) ৩. এজেকিয়েল (যিহিস্কেল) এবং ৪. দানিয়েল।

ছয় জন গৌণ প্রবক্তার নাম হলো: ১. হোসেয় ২. যোয়েল ৩. আমোস ৪. যোনা ৫. ওবাদিয়া ও ৬. মিখা।

Teachingbd.com

প্রশ্ন-গ. তোমার পরিচিত দুই ভাই যাদের মনোভাব ও আচরণ দুই রকম। একজন কঠিন প্রকৃতির এবং অন্যজন কোমল ও উদার। এই দুই ভাইকে তুমি কাদের সাথে তুলনা করতে পার। তাদের পেশা কী ছিল? তাদের মনোভাব ও আচরণের ৩টি করে পার্থক্য লেখ। ১+১+৩=৫

উত্তর: আমার পরিচিত দুই ভাইকে পাঠ্যবইয়ের কায়িন ও আবেলের সাথে তুলনা করা যায়। কায়িনের পেশা ছিল কৃষি কাজ আর আবেলের পেশা ছিল মেষ পালন।

কায়িন ও আবেলে মনোভাব ও আচরণের পার্থক্য:

কায়িনের মনোভাব ও আচরণ	আবেলের মনোভাব ও আচরণ
স্বার্থপর	পরার্থপর
ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ	ঈশ্বরের প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ
রাগী ও অহংকারী	বিনয়ী ও ভদ্র

প্রশ্ন-ঘ. শিক্ষক দু'জন ব্যক্তির পরিচয় দিচ্ছিলেন যারা কঠোর পরিশ্রম করত। তাদের নাম যথাক্রমে কায়িন ও আবেল। এরা কাদের সন্তান? কায়িন ও আবেল সম্পর্কে ৪টি বাক্য লেখ। ১+৪=৫

উত্তর: কায়িন ও আবেল আদি পিতা-মাতা আদম ও হবার সন্তান।

আদম ও হবার সন্তান কায়িন ও আবেল ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। তারা তার বাবার মতো কঠোর পরিশ্রমী হলো। কায়িন জমিচাষের পেশা গ্রহণ করল। আর আবেল মেষ পালনের পেশা গ্রহণ করল।

▶ সাধারণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ঙ. হিংসা একটি পাপ। এ পাপ থেকে বিরত থাকার পাঁচটি উপায় লেখ। [প্রা.শি.স.প. ২০১৫] ৫

উত্তর: হিংসা একটি পাপ। এ থেকে বিরত থাকার পাঁচটি উপায় হলো—

১. যীশুর মতো করে অন্যদের ক্ষমা করা।
২. শত্রুমিত্র সকলকেই ভালোবাসা।
৩. নম্রতা অনুশীলন করা।
৪. অন্যের সাফল্যে অভিনন্দন জানানো ও আনন্দ করা।
৫. অন্যের জন্য সব সময় মঙ্গল করার চেষ্টা করা।

প্রশ্ন-চ. হিংসা বলতে কী বোঝ? হিংসা থেকে বিরত থাকার তিনটি উপায় লেখ। [প্রা.শি.স.প. ২০১৫] ২+৩+=৫

উত্তর: কারোর জ্ঞান, বুদ্ধি, সম্পদ ইত্যাদি ভালো কিছু দেখে মনে কষ্ট লাগা এবং তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে হিংসা বলে।

হিংসা থেকে বাঁচার তিনটি উপায় হলো—

১. শত্রুমিত্র সকলকেই ভালোবাসা।
২. অন্যের জন্য সব সময় মঙ্গল কামনা করা।
৩. অন্যের সাফল্যে অভিনন্দন জানানো ও আনন্দ করা।

প্রশ্ন-ছ. কায়িনের বলিদান ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না কেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬]

উত্তর: ঈশ্বর মানুষের মনোভাব দেখতে চান, বস্তু নয়। কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের মনোভাব প্রকাশ পায়, কায়িনের কাজ ভালো ছিল না। কায়িন ছিল স্বার্থপর এবং ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ, তার আচরণ ছিল রাগী ও অহংকারী। সে ছিল হিংসাত্মক মনোভাবের, সে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ভালো ফসল উৎসর্গ করেনি। তাই ঈশ্বরের কাছে কায়িনের বলিদান গ্রহণযোগ্য ছিল না।

http://teachingbd.com